

## অভিজিৎ মাহেবকে - ৩

বিবর্তনবাদ'কে মেনে নিই নাই বা মেনে নেব না - এরকম কোন কথা কোথাও বলেছি বলে মনে পড়ছে না। অভিজিৎকে ধন্যবাদ আমার লেখার উত্তর দেওয়ার জন্য। 'কোরান নিয়ে তর্ক করতে আগ্রহী নই' বলেও অভিজিৎ কিন্তু ঘুরে-ফিরে বল আবারো আমার কোর্টের দিকেই ঠেলে দিতে চেয়েছেন! এমনতো না যে আমি বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে 'দুর্বল' একটি পয়েন্টের দিকে অভিজিৎকে ঠেলে ঠেলে (অভিজিৎের ভাষায়) নিয়ে গেছি, যেটা একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি। আমি কিন্তু বিবর্তনবাদের উপর জবাব দিয়েই অভিজিৎের-ই উত্থাপন করা অন্য প্রসঙ্গে গিয়েছি। তৃতীয় একটি উত্তর লিখেও সেটা আর পোস্ট করছি না, যেখানে পৃথিবীর আকার নিয়ে আরো কিছু যুক্তি ছিলো এবং কিছুটা ইন্টারেস্টিং-ও বটে। যাহোক, সংক্ষিপ্ত লেখার জবাব-ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। এবার আমি তা-ই করছি।

আবারো বলছি, আমি বিবর্তনবাদকে 'আলাদিনস্ ল্যাম্পস' বা 'গ্র্যান্ড মা স্টোরি' বলিনি! অভিজিৎ আবারো ভুল করছেন। আমি এ জন্যই বলেছিলাম যে অভিজিৎ আমার বিবর্তনের ফর্মুলাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তারপরও অভিজিৎ বিষয়টি খেয়াল করেন নি। বিজ্ঞানীরা যে বিবর্তনকে নিয়ে কাজ করছেন তার ফর্মুলা কিছুটা এরকম :

### Evolution Formula:

Single living organism + Time = Millions of Complex Living Species (১)

অর্থাৎ উপরের ফর্মুলা অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা সিঙ্গল/সিম্পল লিভিং অর্গানিজম থেকে কিভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন কমপ্লেক্স স্পেসিজ এর আবির্ভাব হলো সেটা নিয়ে রিসার্চ করছেন। কিন্তু প্রথম লিভিং অর্গানিজমের আবির্ভাব হলো কিভাবে সেটা নিয়ে মনে হয় বিজ্ঞানীরা এখনও তেমন ফলপ্রসূ কিছু পান নাই। অথচ এই দুটি বিষয়কে অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন। এরকম গুলিয়ে ফেলার মতো একটি বিষয় আমার প্রথম উত্তরে 'বিজ্ঞানীরা যেভাবে কাজ করেন' উদাহরণটার মাধ্যমেও বুঝাতে চেয়েছি। আমি যে ফর্মুলাকে 'আলাদিনস্ ল্যাম্পস' বা 'গ্র্যান্ড মা স্টোরি' বলেছি সেটা পাঠকদের সুবিধার জন্য আবারো তুলে দিচ্ছি :

### Evolution Formula:

Inanimate matter + Time = Millions of Complex Living Species! (২)

লক্ষ করুন, ফর্মুলা (২) তে আমি ইন্যানিমেট ম্যাটার (Inanimate matter) উল্লেখ করেছি এবং শেষে '!' চিহ্নও দিয়েছি। সুতরাং ফর্মুলা (১) ও (২) এর মধ্যে কিন্তু অ-নে-ক পার্থক্য! আমি মূলতঃ ফর্মুলা (২) ও কিছু ডারউইনবাদীদের মন্তব্যের উপর ব্যাসিস করে কিছু কথা বলেছি। তাছাড়াও একটি লেখাতে দু/একটি দুর্বল কথা-বাত্তা তো থাকতেই পারে। কিন্তু মানুষ ডিফেন্ড করার সুযোগ পাবে নিশ্চয়। আর আমি কখনও কল্পনাও করি নাই যে, কেহ আবার আমার অখ্যাত লেখা এভাবে সিরিয়াসলি নিয়ে জবাব দেবেন। তাছাড়া বিবর্তনবাদকে 'ঠেকানোর' কি আছে সেটাও তো আমার মাথায় আসছে না! 'বিবর্তনবাদ' তো আর বাঘ-ভালুক নয় যে সেটার ভয়ে রায়হানকে জড়সড় হয়ে থাকতে হবে বা শক্তিমত্তা দিয়ে ঠেকাতে হবে! অভিজিৎ বার বার আমার মুখে তার নিজের কথা পুরে দিচ্ছেন! আমার 'মুদ্রার অপর পিঠ' লেখাটা পড়ে যে কেহ বুঝতে সক্ষম হবেন যে আমি বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে না লিখে বরং সমালোচনা করেছি (যেটা আমার লেখাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা আছে), যদিও সে সমালোচনার মধ্যে কিছু আন-আপডেটেড পয়েন্ট থাকতে পারে। একটি সমালোচনার মধ্যে কিছু আন-আপডেটেড পয়েন্ট থাকা মানে এই নয় যে সে বিষয়ের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগা। কিন্তু অভিজিৎ এই

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটাকে হয়তো এড়িয়ে গিয়েছেন। অথবা অভিজিৎ ‘সমালোচনা’ শব্দটা নিয়েই হয়তো বিভ্রান্তিতে আছেন। সমালোচনা দু’ধরনের হতে পারে : কনস্ট্রাক্টিভ ও ডিস্ট্রাক্টিভ। এ নিয়ে আর বেশী কানা-ঘুষা করতে চাচ্ছি। একই কথা বার বার বলতেও বিরক্ত লাগছে। তাছাড়া ‘বিবর্তনবাদ’ ও ‘ডারউইনবাদ’ দুটো বিষয়কে আমি এক করেও দেখিনা এবং এ বিষয়ে আমার কিছু আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিও আছে। যাহোক, সেটা আবার ভিন্ন প্রসঙ্গ। আশা করি, এর পর আর কোন রকম বিভ্রান্তি থাকার কথা না।

অভিজিৎ এবার সম্ভবত মেনে নিয়েছেন যে ‘স্ফেরিকাল বেড’ বানানোও সম্ভব। তবে মনে হচ্ছে ইটু গোস্বা রয়েছে এই কারণে যে, রায়হান স্ফেরিকাল বেড বানিয়ে ‘আচ্ছা মতো পিঠ বাঁকিয়ে’ ঘুমোচ্ছেনা কেন! যাহোক, আমার জানা মতে কোরানের সেই আয়াতগুলোতে ‘Shape’ বা ‘Flat’ দুটো শব্দের কোনটাই ব্যবহার করা হয় নি। সুতরাং আয়াতগুলোতে আসলে কী বলতে চাওয়া হয়েছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। বেডে যেমন মানুষ ঘুমোতে পারে তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠেও ঘুমোতে পারে, মানুষ তো আর শূন্যে ঘুমোয় না। আর এ জন্যই হয়তো পৃথিবীকে বেডের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু এখানে পৃথিবীর আকার বুঝানো হয়নি। *প্রচলিত বেডের আকার সমতল না হয়ে অন্য কিছু হলেও হয়তো সেই বেডের সাথেই তুলনা করা হতো।* পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের ছোট ছোট সেগমেন্ট তো মনুষ্য নির্মিত একেকটি সমতল বেডের মতোই! রাস্তায় যেমন যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য মানুষ কার্পেটিং করে, তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগকেও মানুষের বসবাস ও ফসল ফলানোর জন্য কার্পেটিং করা হয়েছে (পৃথিবীর মধ্যভাগ বসবাস ও ফসল ফলানোর যোগ্য নহে)। তাছাড়া, বেডের সাথে তুলনা না করে কার সাথে তুলনা করলে মানুষ খুশী হতো বা মেনে নিতো সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন! কেহ যদি সারাজীবন সাদা চোখে সমতল বেড দেখে অভ্যস্ত হয়ে এর ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা করতে না পারে সেটা তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে স্ফেরিকাল বেড বানানো অসম্ভব! অধিকন্তু স্ফেরিকাল বেড বানানো সম্ভব বলেই যে এক্ষুনি তড়িঘড়ি করে একটি বেড বানিয়ে আচ্ছা মতো পিঠ বাঁকিয়ে ঘুমিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে তারও কোন প্রয়োজন দেখিনা! পৃথিবীটা স্ফেরিকাল প্রমাণিত হওয়ার পরও অনেক মানুষ কিন্তু এখনও সেই ‘স্ফেরিকাল বেডের’ উপরেই ‘পিঠ বাঁকিয়ে’ ঘুমোচ্ছে, আমিও দীর্ঘদিন ধরে ঘুমিয়ে থেকেছি/থাকছি। অভিজিৎের হাতে পয়সা থাকতে না হয় সমতল একটি বেড বানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু যাদের হাতে পয়সা নেই তারা কী করবে? তারা তো ন্যাচারাল স্ফেরিকাল বেড-ই ব্যবহার করবে, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে গেলেও তাদের করার কিছু নেই! আর শুধু সম্ভব বলেই মানুষ সব কিছু করে না! মানুষকে হত্যা করা সম্ভব বলেও সবায় কিন্তু হত্যা করে দেখিয়ে দিচ্ছে না! *এ সকল ক্ষেত্রে ইমোশন বা সুখ-দুঃখের কোন স্থান নেই, দেখতে হবে বিষয়টি লজিক্যাল বা সম্ভব কি না। যেমন, বাইবেলের ‘পৃথিবী’কে (Matthew 4:8, Luke 4:5) যে কোনভাবে হলেও লজিক্যালি স্ফেরিকাল বানানো সম্ভব কি না সেটা অভিজিৎ বা যে কেহ একবার চেষ্টা করে দেখুন না।* ইন্টারপ্রিটেশন-রি-ইন্টারপ্রিটেশন করে বাইবেলের ‘পৃথিবী’কে লজিক্যালি স্ফেরিকাল বানানো সম্ভব বলে অভিজিৎ কি মনে করেন? যেখানে ‘রুম’ আছে সেখানে ইন্টারপ্রিটেশন এর বিষয় আসতেই পারে। কিন্তু কোন রকম ‘রুম’ না থাকলে তো আর সম্ভব না, তাই না। কোরানে কিছু আয়াত আছে, সেখানে থেকে ‘সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে’ যেমন অনুমান করা সম্ভব, তেমনি আবার ‘সূর্য তার নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে’ এটাও সহজেই ধরে নেওয়া সম্ভব। সুতরাং এখানে ইন্টারপ্রিটেশন-রি-ইন্টারপ্রিটেশন এর ‘রুম’ আছে। এরকম ‘রুম’ সম্বলিত আরো কিছু আয়াত আছে। আশা করি, এই ‘রুম’ শব্দটা নিয়ে অভিজিৎ ভেবে দেখবেন!

জুলকার্নাইন-এর ‘পঙ্কিল জলাশয়’ নিয়ে যা বলেছি সেটাকেই আমি যথেষ্ট বলে মনে করি। এর বেশী কিছু বলতে চাচ্ছি। ‘পঙ্কিল জলাশয়’ কথাটাই কিন্তু একটি কাব্যিক বা রূপকের মতো শুনায়! তাছাড়া ‘রূপক’ শব্দটাকে কোরান দিয়ে ডিফেন্ড করে দেখিয়েও দিয়েছি (Q.3:7 ..... others are allegorical)। অভিজিৎের যুক্তিতে অভিজিৎ যেমন ঠিক আছেন, তেমনি আবার অন্য কেহ-ও তার নিজস্ব যুক্তিতে ঠিক থাকতে পারেন। সুতরাং অভিজিৎ যেটাকে সত্য মনে করে নিয়ে বসে আছেন সেটাই যে সঠিক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই কিন্তু!

আয়াত নাম্বার ভুল হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করাতে অভিজিৎ একটি নতুন আয়াত (৩৭:৮) দিয়েছেন। তার মানে অভিজিৎ আয়াত নাম্বার ভুল করেছিলেন। অথচ এই নতুন আয়াতের মধ্যেও জ্বীনদের একে অপরের ঘাড়ে/মাথায় চড়ে দাড়িয়ে থাকার কোন আলামত নেই। 'Exalted Assembly' বলতে একে অপরের ঘাড়ে/মাথায় চড়ে সওয়ার হয়ে 'Assembly' বুঝায় নাকি! এখানে 'ঘাড়' বা 'মাথার' উপর চড়ার প্রশ্ন আসছেই বা কেন সেটাও কিন্তু আমার ঘাড়ে বা মাথায় আসছে না! 'Assembly' শব্দের অর্থ কে-ই বা না বোঝে। অভিজিৎ এবার 'ঘাড়' থেকে 'মাথায়' উঠেছেন, তারপর যে 'কোথায়' উঠবেন কে জানে! মাথা থেকে ঘাড়ে নামলে পরবর্তীতে না হয় নামার আরো জায়গা ছিলো, কিন্তু ঘাড় থেকে এক লক্ষ্মে মাথায় উঠে তার উপরে আবার লক্ষ্ম দেওয়ার মতো কোন জায়গাও তো দেখিনা, যদিনা কারো দ্বিতীয় মাথা থাকে। আয়াতটাতে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে এবং সমস্যা কোথায় সেটা তো আগে পরিষ্কার করে উপস্থাপন করতে হবে, তারপর-ই না কেবল যুক্তি-তর্কের প্রশ্ন আসবে। অন্যথায় মাথা ও ঘাড়ের মধ্যে লক্ষ্ম-ঝম্প করতেই টাইম আউট!

**37.8:** (So) they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly but be cast away from every side.

প্রবাবিলিস্টিক কোন বিষয়ে মি: X, Y, Z দের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কিছুকে ভুল/সঠিক মনে হলে সেটা যে প্রকৃতপক্ষে ভুল/সঠিক হতেই হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ মি: P, Q, R দের একই বিষয়ের উপর আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিও থাকতে পারে। কোন একটি বিষয় নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছেনা বলে সেই বিষয়টা যে ভুল হতেই হবে এরকম কোন ধরা-বাধা নিয়মও নেই।

মানুষ তো লিখতে যেয়ে প্রসঙ্গক্রমে অন্যের বলা কিছু কথা কোট করে, তাই না। অভিজিৎ একদিকে যেমন আমাকে কোরান ডিফেন্ডার বানিয়ে দিচ্ছেন, আরেকদিকে আবার বিবর্তনবাদকে *সত্য* বলেও আমাকে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধেও ঠেলে দিতে চেয়েছেন। অথচ একজন কোরান ডিফেন্ডারকে কোরানেরই একটি আয়াত (Q.17:81) দিয়ে সহজেই কিন্তু ধরাশায়ী করতে পারতেন, নাকি অভিজিৎ এই আয়াত জানতেন না!

**17.81:** And say: "Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: for Falsehood is (by its nature) bound to perish."

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে একজন কোরান ডিফেন্ডার কখনই *সত্যের* বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে না। তবে সত্য *সত্য* হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সমালোচনা করতে পারে। ইচ্ছে করলে, রায়হানের মতো কোরান ডিফেন্ডার, যারা বিবর্তনবাদের মতো একটি *সত্যকে* ঠেকানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তাদের এ্যান্টি হিসেবে, এই আয়াতটাকে প্রবন্ধের হেডারে ঢাল হিসেবে রেখে দিতে পারেন। একদম মুখ-বন্ধ হিসেবে কাজ করবে! নাকি কারো কথা কোট করতে হলে তাকে বিশ্বাস করাটা একটি পূর্ব-শর্ত!

ভালো থাকুন।

রায়হান

09-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com